بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৮-০৬/০১ | শনিবার, ০৫ জমাদিউস সানি, ১৪৩৮ হিজরী | ০৪/০৩/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শুধুমাত্র যাত্রীবাহী বাসে বক্তব্য প্রদানের দায়ে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার প্রমাণ করল যে, "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বেলায়ই প্রযোজ্য, গণতন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তি ও মুখোশ উন্মোচনের বেলায় নয়!

গত ২২ ফেব্রুয়ারী (২০১৭), **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর একজন বলিষ্ঠ, সাহসী রাজনৈতিক কর্মী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র সাজিদ বিন আলমকে ছাত্রলীগের এক ডজন গুণ্ডাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একটি মসজিদ থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি আসরের নামায আদায় করছিলেন। তারপর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সহায়তায় তাকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করে। তখন থেকে (এই সপ্তাহে আদালতে হাজির করার পূর্বে) কোন হদিস না দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের কুখ্যাত কাউন্টার টেররিজম ইউনিট সাজিদকে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখে। ধীক্কার ঐ প্রক্টরের প্রতি যিনি একটি সম্মানজনক পেশায় থেকে এমন ঘৃণ্য কাজের সহযোগী হলেন! আমরা ভেবে অবাক হই, কোন জিনিস এমন সম্মানজনক পদের একজন শিক্ষককে ছাত্রলীগের মত সন্ত্রাসী সংগঠনের বিশ্বস্ত সহযোগীতে পরিণত করতে পারে!

সাজিদের অপরাধ তিনি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর একজন নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী, এবং ছাত্রলীগের মত গুণ্ডামি, ছিনতাই কিংবা অন্য কোন রাজনৈতিক সহিংসতায় লিপ্ত নন। এই হিংস্র সরকার কর্তৃক তাকে আটক ও নির্যাতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে, তিনি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা বিষয়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক (০৫ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী) আয়োজিত একটি সফল, ব্যাপক গণসংযোগ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে একটি যাত্রীবাহী বাসে 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানে' বক্তৃতা দেন এবং তার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সবার নজর কাড়ে, যা একজন টিভি ক্যামেরাম্যান ধারণ করে তার চ্যানেলে (৭১ টিভি) সম্প্রচার করেন। এটাই কি সেই তথাকথিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যা নিয়ে পশ্চিমাদের মদদপুষ্ট এই সরকার গর্ব করে, অথচ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রতারণা উন্মোচনকারী সাধারণ একটি বক্তৃতাকে ভয় পায়!! মুলতঃ এটাই হচ্ছে 'প্রকৃত গণতন্ত্র'- যা পশ্চিমা বিশ্ব কিংবা তাদের অধীনস্থ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো চর্চা করে আসছে। আর সেটা হচ্ছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে পৃথিবীর সব স্থানে সর্বদাই ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সরকারের বিশ্বাসঘাতক কর্মকাণ্ড ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তি জাতির সামনে তুলে ধরতে নয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর, অবিলম্বে সাজিদ বিন আলমের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানাচ্ছে। আমরা পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি ইসলামের এই সাহসী রাজনৈতিক কর্মীর উপর রহমত বর্ষণ করেন, যেভাবে তিনি তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, তার প্রচেষ্টা ও ত্যাগসমূহকে কবুল করেন, এবং তাকে তার লক্ষ্য অর্জনে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলেন, আমিন।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ